পাক্ষিক

# আহমদী

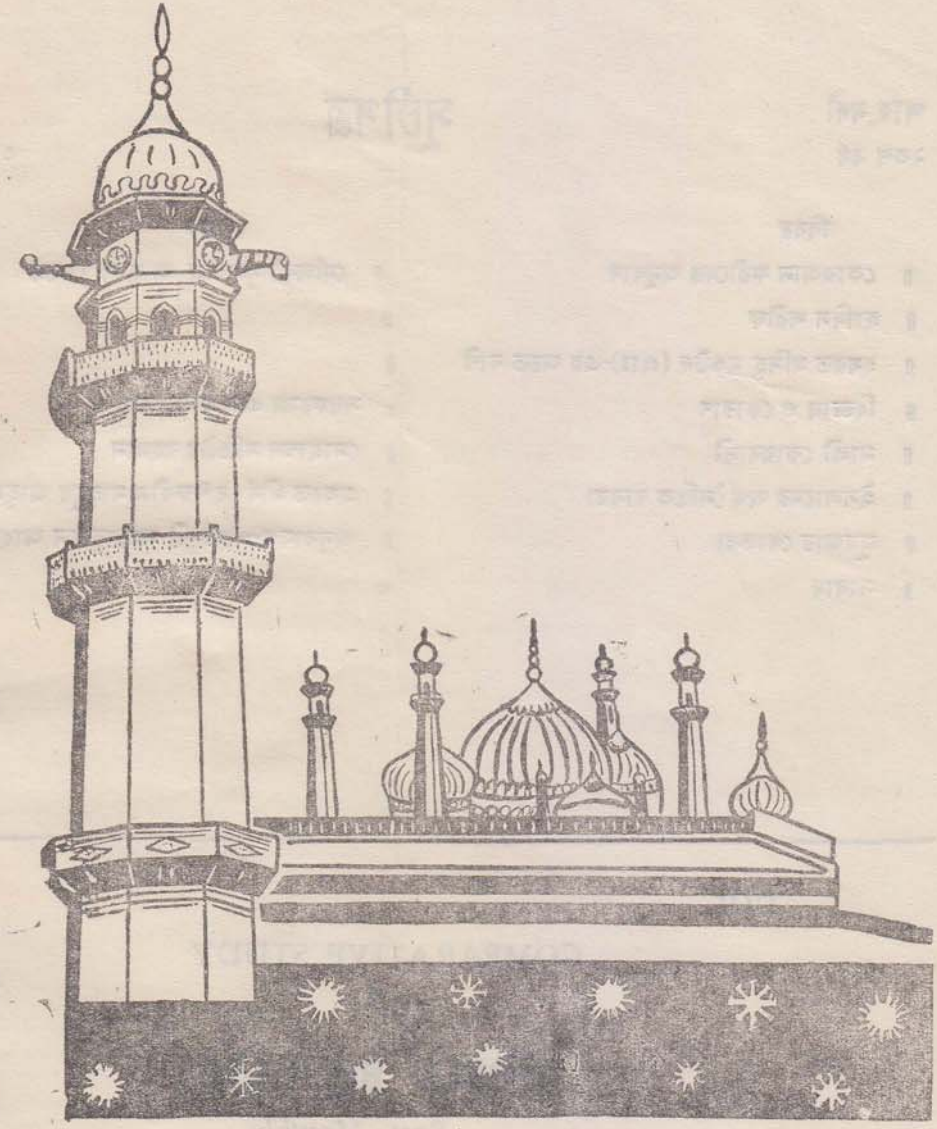



সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা ২২শ সংখ্যা বার্ষিক চাঁদা

পাক-ভারত—৫ টাকা ৩০শে মার্চ, ১৯৭০ : ৩০শে আমান : ১৩৪৯ হিজরী শামসী : অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

# সূচীপত্র

২২শ সংখ্যা
৩০শে মার্চ, ১৯৭০


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ॥ কোরআন করীমের অনুবাদ | ॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ) | ॥ ৪১৭ |
| ॥ হাদিস শরীফ | ॥ | ॥ ৪১৯ |
| ॥ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী | ॥ | ॥ ৪২১ |
| ॥ বিজ্ঞান ও কোরাণ | ॥ সরফরাজ এম. এ. সাত্তার | ॥ ৪২৩ |
| ॥ মালী কোরবানী | ॥ মোহাম্মদ মতিউর রহমান | ॥ ৪২৫ |
| ॥ ইসলামের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা | ॥ হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাজিঃ) | ॥ ৪২৯ |
| ॥ জুমআর খোতবা | ॥ অনুবাদক—চৌধুরী সাহাবুদ্দিন আহমদ | ॥ ৪৩২ |
| ॥ সংবাদ | ॥ | (৩য় কভার পৃঃ) |


For

COMPARATIVE STUDY

Of

**WORLD RELIGIONS**

*Best Monthly*

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH ( West Pakistan )

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ৩০শে মার্চ ঃ ১৯৭০ সন ঃ ৩০শে আমান ঃ ১৩৪৯ হিজরী শামসী ঃ ২২শ সংখ্যা

## ॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইবরাহীম

৭ম রুকু

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

৪৩॥ এবং ( হে পাঠক ) তুমি মনে করিও না যে এই অন্যায়কারীরা যাহা করিতেছে আল্লাহ তাহা হইতে উদাসীন। তিনি তাহাদিগকে শুধু সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দিতেছেন যে দিন ( তাহাদের ) চক্ষু (মীমাংসার অপেক্ষায়) এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবে।

৪৪। (তাহারা) নিজেদের মাথা উর্দ্ধমুখী করিয়া ভীতভাবে দৌড়িয়া আগমন করিবে (এবং) তাহাদের দৃষ্টি তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিবেনা এবং তাহাদের হৃদয় (সর্ব প্রকার আশা হইতে) শূন্য থাকিবে।

৪৫।। এবং তুমি লোকগণকে সেইদিন সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দাও যেদিন তাহাদের নিকট (প্রতিশ্রুত) শাস্তি আগমন করিবে। অনন্তর অন্যাকারীরা বলিবে হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে (অল্প) একটি সল্প মীয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দাও আমরা তামার আহ্বানকে গ্রহণ করিব এবং (তোমার) পয়গম্বরগণের অনুসরণ করিব। (উত্তরে বলা হইবে) তোমারা কি পূর্বে শপথ করিয়া বল নাই যে—তোমাদের জন্য কোন প্রকার বিনাশ নাই।

৪৬।। এবং তোমরা সেইসব স্থানে বাস করিতেছিলে যেখানে নিজেদের প্রতি অত্যাচারকারীরা বাস করিয়াছিল এবং ইহা তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছিল যে আমরা তাহাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিয়াছিলাম এবং আমরা তোমাদের জন্য সকল বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

৪৭।। এবং এই সমস্ত লোক তাহাদের আয়োজন কার্য্যে লাগাইয়াছে এবং তাহাদের আয়োজন আল্লার নিকট সুরক্ষিত আছে যদিও তাহাদের আয়োজন পাহাড়কে স্থানচ্যুত করিতে সক্ষম হউক না কেন।

৪৮।। অতএব (হে পাঠক) তুমি মনে করিও না যে আল্লাহ তাহার রছুলগণের সহিত কৃত অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশীল যথার্থ প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৪৯।। (সেইদিন নিশ্চয় আগমন করিবে) যে দিন এই পৃথিবীকে পৃথিবী ব্যতীত (অন্য কিছুতে) পরিবর্তন করা হইবে এবং আকাশকেও (অন্য কোন আকৃতিতে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইবে) এবং তাহারা (সকল) অদ্বিতীয় পরাক্রমশীল—আল্লার নিকট—উপস্থিত হইবে।

৫০।। এবং তুমি সেইদিন পাপীদিগকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখিবে।

৫১।। তাহাদের (পরণে) আলকাতরার জামা থাকিবে এবং আগুন তাহাদের মুখকে ঢাকিয়া রাখিবে।

৫২।। (ইহা এইজন্য হইবে) যেন আল্লাহ প্রত্যেককে তাহাদের কৃতকর্মের বিনিময় দেন। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৫৩।। ইহা মানবজাতির জন্য (উপদেশ লাভ করনার্থে বিজ্ঞাপন এবং যেন তাহাদিগকে (আগমণকারী শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করা হয় এবং তাহারা জানিতে পারে যে শুধু তিনিই একমাত্র উপায় এবং যেন ধীমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

★

# হাদিস শরীফ

## তওবা

হযরত আবু হোরায়রাহ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম বলিয়াছেন - আল্লার কছম, আমি নিশ্চয়ই আল্লার ক্ষমা চাই এবং আমি প্রত্যেক দিন ৭০ বারেরও বেশী তাহার নিকট তওবা করি। —বোখারী

হযরত আনাস হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম বলিয়াছেন—আল্লাহ আমার হৃদয়ের নিকটে, এবং আমি আল্লার নিকট প্রত্যেক দিন ১০০ বার ক্ষমা চাই। —মোছলেম

উপরোক্ত রাবী হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম বলিয়াছেন—হে মানববৃন্দ! আল্লার নিকট তওবা কর, আমি তাহার নিকট প্রত্যেক দিন ১০০ বার তওবা করি। —মোছলেম

হযরত আবু জার হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ বলিয়াছেন—হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার উপর অবিচার হারাম করিয়াছি এবং তোমাদের জন্যও ইহা হারাম করিয়াছি। হে আমার বান্দাগণ! পরস্পর পরস্পরের অত্যাচার করিও না। যাহাকে আমি পথ দেখাইয়াছি, সে ব্যতীত তোমরা প্রত্যেকেই পথভ্রান্ত। সুতরাং আমার নিকট হইতে হেদায়েৎ চাও, আমি তোমাদিগকে হেদায়েৎ দিব। হে আমার বান্দাগণ! যাহাকে আমি খাদ্য দেই সে ব্যতীত তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং আমার নিকট খাদ্য চাও, আমি তোমাদিগকে খাদ্য দিব। হে আমার বান্দাগণ! যাহাকে আমি কাপড় দেই, সে ব্যতীত তোমরা প্রত্যেকেই উলঙ্গ। সুতরাং আমার নিকট কাপড় চাও, আমি তোমাদিগকে তাহা দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত্র ও দিন গুনাহ্ করিতেছ। আমি সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেই। সুতরাং আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিব। হে আমার বান্দাগণ, তোমারা আমার অনিষ্ট ধরিতে পার না, সুতরাং আমার অনিষ্ট কর। তোমরা আমার উপকার ধরিতে পার না, সুতরাং আমার উপকার কর। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম এবং শেষের বংশধরগণ, তোমাদের লোক এবং তোমাদের জিন তোমাদের ভিতর কাহারও পবিত্রতম হৃদয়ে অবস্থান করে, আমার রাজত্ব হইতে তাহার কিছুই হ্রাস হইবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রথম এবং শেষ লোক সকল, তোমাদের লোক ও জিন তোমাদের কাহারও অপবিত্র হৃদয়ের উপর অবস্থান করে, আমার রাজত্ব হইতে তাহার কিছুই হ্রাস হইবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রথম ও শেষ লোকগণ, তোমাদের মানব ও জিন যদি একত্রে এক উচ্চস্থানে দাঁড়ায়, এবং আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি প্রত্যেক মানুষের প্রার্থনা কবুল করিব এবং আমার কাছে যাহা আছে তাহা কখনও হ্রাস হইবে না যেরূপ সুচ সমুদ্রে পড়িলে সমুদ্র হ্রাস হয় না। হে আমার বান্দাগণ! এই সকল তোমাদের কার্য্যকলাপ আমি তোমাদের জন্য গণনা করিব এবং তোমাদের ক্ষতিপূরণ করিব। যে মঙ্গল চায়, সে যেন আল্লার প্রশংসাবাদ করে; এবং যে অন্য কিছু চায়, সে যেন নিজকে ব্যতীত অন্যের দোষারূপ না করে। —মোছলেম।

হযরত আবু ছায়িদ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম বলিয়াছেন—ইছরায়ীলদের ভিতর একটি লোক ছিল, সে ৯৯টি লোককে হত্যা করিয়াছিল। তারপর সে তওবা করিবার জন্য বাহির হইল। সে একজন

সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহার জন্য কি তওবা আছে কি না। সে বলিল—না। সে তাহাকেও হত্যা করিল এবং তওবা খুঁজিতে লাগিল। এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল—অমুক গ্রামে চলিয়া যাও। তারপর মৃত্যু তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে মৃত্যুর দিকে ঝুকিতেই রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ ও শাস্তির ফেরেশ্‌তাগণ বিবাদ করিতে লাগিল। আল্লাহ্‌ তারপর এক দলের উপর ওহী অবতীর্ণ করিলেন—আমার নিকট আস। অন্য দলের নিকট ওহী আসিল—দুর হইয়া যাও। সে বলিল—ইহাদের ভিতর দূরত্ব কত তাহা নির্ণয় করে। তারপর দেখা গেল যে তাহাদের দূরত্ব অর্দ্ধ হাত। সুতরাং তাহাকে মাফ করা হইল। —বোখারী

হজরত আবু হোরায়রাহ হইতে বর্ণিত আছে—যে রছুল করিম বলিয়াছেন—যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ, তোমরা যদি গুণাহ না করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে ধ্বংস করিত না এবং এমন কাওমকে আনিত যাহারা গুণাহ করিয়া আল্লার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। (মোছলেম)

হজরত আবু মুছা হইতে বর্ণিত আছে যে রছুল করিম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি গুণাহ করে আল্লাহ রাত্রে নিশ্চয়ই তাহার হাত তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য বিস্তার করেন। যে ব্যক্তি রাত্রে গুণাহ করে আল্লাহ দিবসে তাহার হাত তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য বিস্তার করেন। ইহা চলিতে থাকিবে যে পর্যন্ত সূর্য্যাস্তের স্থান হইতে সূর্য্য উদয় না হয়। (মোছলেম)

হজরত আয়েশা হইতে বর্ণিত আছে যে রছুল করিম বলিয়াছেন—যখন কোন বান্দা গুণাহ স্বীকার করিয়া তওবা করে, আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করেন। বোখারী, মোছলেম

হজরত আবু হোরায়রাহ হইতে বর্ণিত আছে যে রছুল করিম বলিয়াছেন—সূর্য্য ইহার অস্তাচলে উদিত হওয়ার পূর্ব্বে যে তওবা করে আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করেন। মোছলেম।

হজরত আনাছ হইতে বর্ণিত আছে যে রছুল করিম বলিয়াছেন—যখন কোন বান্দা আল্লার নিকট তওবা করে আল্লাহ তাহার উপর অতি সন্তুষ্ট হন। তোমাদের ভিতর এক ব্যক্তির আরোহনের উট একটি মরুভূমিতে ছিল। ইহার উপর খাদ্য এবং পানীয় ছিল। ইহা তাহার নিকট হইতে অতর্কিতভাবে চলিয়া গেল। সে হতাশ হইয়া একটি গাছের নিকট আসিয়া ইহার ছায়ায় শুয়াইয়া পড়িল। যখন সে সেই অবস্থায় ছিল একটি উট তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সে তাহার বল্‌গা ধরিয়া অতি আনন্দে বলিল—হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস এবং আমি তোমার প্রভু। অতিরিক্ত আনন্দের গতিকে সে ভুল করিয়াছিল। মোছলেম

হজরত আবু হোরায়রাহ হইতে বর্ণিত আছে যে রছুল করিম বলিয়াছেন—এক ব্যক্তি গুণাহ করিয়া বলিল—হে প্রভু আমি গুণাহ করিয়াছি আমাকে ক্ষমা করুন। তাহার প্রভু বলিল—আমার বান্দা কি জানে যে তাহার এমন প্রভু আছে যে গুণাহ ক্ষমা করিতে পারে এবং শাস্তি দিতে পারে? আমি আমার বান্দাকে মাফ করিয়া দিয়াছি। তারপর যতক্ষণ আল্লার ইচ্ছা ততক্ষণ সে অপেক্ষা করিল। তারপর সে গুণাহ করিয়া বলিল—হে প্রভু! আমি গুণাহ করিয়াছি আমাকে ক্ষমা করুন। সে বলিল—আমার বান্দা কি জানে যে তাহার এমন প্রভু আছে যে ক্ষমা করিতে পারে এবং শাস্তি দিতে পারে? আমি আমার বান্দাকে মাফ করিলাম। তারপর যতক্ষণ আল্লার ইচ্ছা ততক্ষণ সে অবস্থান করিল। তারপর গুণাহ করিয়া তদ্রূপ বলিল এবং আল্লাহ তদ্রূপ ক্ষমা করিলেন। বোখারী

হজরত জুনদব হইতে বর্ণিত আছে যে রছুল করিম বলিয়াছেন যে একজন লোক বলিয়াছিল—আল্লার কছম আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করিবেন। মহান আল্লাহ বলিলেন—সেই ব্যক্তি কে যে আমার উপর দোষারূপ করে যে আমি অমুককে ক্ষমা করিব না? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি এবং তোমার আমলকে নষ্ট করিয়াছি। —মোছলেম।

★

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

# অমৃত বানী

এই সকল কথা অনর্থক নহে। যখন হইতে নবীর আগমণ আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। আগে পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। এই পন্থায় পক্ক ও অপরিপক্কের মধ্যে প্রভেদ জানা যায় এবং মোমেন ও মোনাফেকের পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই কারণে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেনঃ

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنـــا و هم لا يفتنون ـ

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি বলিলে বিনা পরীক্ষায়ই তাহারা মুক্তির অধিকারী হইবে?' এইরূপ কখনও হয় না। জাগতিক ব্যাপারেও পরীক্ষার নিয়ম আছে। সংসারের ব্যাপারে যখন পরীক্ষায় প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরীক্ষা হইবে না কেন? বিনা পরীক্ষায় প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না? অবশ্য পরীক্ষার কথা শুনিয়া এইরূপ সন্দেহে পড়া উচিত নহে যে আল্লাহ্তায়ালার জানিবার জন্য পরীক্ষার আবশ্যক এবং বিনা পরীক্ষায় তিনি কিছুই জানিতে পারেন না। এইরূপ মনে করা শুধু ভুলই নহে; পরন্তু ইহা কুফর পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। কারণ ইহাতে আল্লাহতায়ালার একটি শ্রেষ্ঠগুণ, তাঁহার সর্বজ্ঞতা অস্বীকার করা হয়। পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে গুপ্ত সত্য প্রকাশ করা এবং পরীক্ষিত ব্যক্তিকে তাহার ঈমানের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া। আল্লাহ্তায়ালার সহিত তাহার সম্বন্ধ কতদূর দৃঢ়, তাহার বিশ্বস্ততা ও ভক্তি কতখানি পরীক্ষার ফলে সে তাহা জানিতে পারে। এইরূপে অন্য লোকেরাও তাহার গুণের পরিচয় পায়। এই কারণে যদি কেউ বলে যে, আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে পরীক্ষা গ্রহণ করায়, তাঁহার জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পায়, তবে তাহার কথার কোনও মূল্য নাই। প্রত্যেক অণু পরমাণুর সম্বন্ধেও আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান আছে। কিন্তু কোন লোকের ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশের জন্য তাহার পরীক্ষা হওয়া একান্ত আবশ্যক। পরীক্ষারূপ যন্ত্রে পিষ্ট হওয়া ব্যতীত ঈমানের স্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে না। কবি সত্যই বলিয়াছেন

هر بلأ كه ين قوم راحق داده است
ز يـر ان گـنـج كـرم نهـاده است

"আল্লাহতায়ালা এই জাতির জন্য যে সকল বিপদ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির নীচে অনুগ্রহের ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে।"

বিপদ আসা ও পরীক্ষা হওয়া চাই। ইহা ছাড়া সত্যের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। ইহুদী জাতির পক্ষে হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমণের সময়কার পরীক্ষা খুব কঠিন হইয়াছিল। যখনই খোদা-তায়ালার তরফ হইতে তাঁহার কোন আদিষ্ট পুরুষ আসেন, নিশ্চয়ই তিনি পরীক্ষা সঙ্গে লইয়া আসেন। মুসা আলায়হেস সালামের সদৃশ নবী আসিবেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম সম্বন্ধে বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। কিন্তু আপত্তিকারীগণ প্রশ্ন করে যে, নামধাম ইত্যাদি পূর্ণ পরিচয় দিয়া আল্লাহ্তায়ালা বলিয়া দেন নাই কেন যে, তিনি

ইসমাইল (আঃ)-এর বংশে, আবদুল্লার ঔরসে আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহন করিবেন? তোমাদের ভাইদের মধ্য হইতে আসিবেন, শুধু এতটুকু বলিয়াছেন কেন? সত্য কথা এই যে, এতদূর খুলিয়াই যদি বলা হইত; তবে ঈমান আর ঈমান থাকিত না। দেখ, যে ব্যক্তি প্রথম রাত্রেই চাঁদ দেখিয়া বলিয়া দিতে পারে, তাহাকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি-শক্তি সম্পন্ন বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি কেহ পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া দৃষ্টির দাবী করে, তাহা হাসির বিষয় হইবে না কি? খোদাতায়ালার নবী বা রসুলদিগকে চিনিবার সময় অবস্থা এইরূপই দাঁড়ায়। যাঁহারা দৃঢ় সম্ভাবনা দেখিয়াই চিনিয়া লয়েন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতম মোমেন বিশ্বাসী বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহাদের মর্যাদা অনেক বেশী কিন্তু যখন নবীদের সত্যতা সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, এবং স্রোতের ন্যায় তাহাদের দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে, তখন যাহারা তাঁহাকে মানে তাহারা সাধারণের মধ্যে গণ্য হয়।

খোদাতায়ালার এই আইন যখন নবীদের সহিত আবাহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন আমি উহার বাহিরে থাকিব কিরূপে? জনগণের মনে যদি সংকীর্ণতা ও জিদ না থাকে, আমার কথা শুনা এবং আমার অনুসরণ করা তাহাদের কর্তব্য। তাহাদিগের দেখা উচিত যে খোদাতায়ালা তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখেন, অথবা আলোকের দিকে লইয়া যান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে ব্যক্তি ধৈর্য ও একাগ্রতার সহিত আমার অনুসরণ করিবে, সে বিনষ্ট হইবে না। সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। ঐ সকল লোক যাহারা আমাকে মানিয়াছে এবং এখন আমার সঙ্গে আছে, তাহাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে, কোন নিদর্শন দেখে নাই? একটি, দুইটি নহে, খোদাতায়ালা অসংখ্য নিদর্শন দেখাইয়াছেন। কিন্তু নিদর্শনের উপর ঈমানের ভিত্তি রাখিলে, আঘাত পাইবার ভয় আছে। যাহার হৃদয় নির্মল ও অন্তরে খোদার ভয় আছে, তাহার নিকট আবার আমি দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আঃ) এর মীমাংসা পেশ করিতেছি। ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে ইহুদিগণ যে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহার উত্তরে হযরত ঈসা (আঃ) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সঠিক কি না, এই কথা আমাকে বলিয়া দেওয়া হউক। ইহুদিগণ মালাকী নবীর কেতাব দেখাইয়া বলিয়াছিল যে স্বয়ং ইলিয়াস নবীর আসিবার কথা আছে। তাহার তুল্য ব্যক্তির কথা নাই। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন যে ইয়াহিয়া (আঃ)-ই আগমনকারী ইলিয়াস (আঃ)। যদি মন চায় বিশ্বাস কর।" কোন বিচারকের সামনে এই ব্যাপার রাখিয়া মীমাংসা চাও এবং দেখ ডিক্রী কোন্ পক্ষ পায়। বিচারক নিশ্চয়ই ইহুদীদের অনুকূলে মীমাংসা দিবেন। কিন্তু যাহার অন্তরে খোদাতায়ালার প্রতি বিশ্বাস আছে এবং যে, খোদার প্রেরিত পুরুষগণ কিভাবে আসেন, তাহা জানে, সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহাই নির্ভুল সত্য।

এখানে ব্যাপারটা কি এই রকমেরই বা অন্য কোন প্রকারের? খোদার ভয় যাহার আছে, তাহার পক্ষে আমার এই দাবী মিথ্যা বলিতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিবে। দুঃখের বিষয় এই সকল লোকের ঈমান ফেরাউন বংশের সেই লোকটির ঈমানের তুল্যও নহে, যে বলিয়াছিল এই দাবীকারী যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে নিজেই ধ্বংস হইবে। আমার সম্বন্ধে যদি তাকওয়ার সহিত কাজ করা হইত, তাহা হইলে তাহারা এই কথাই বলিত এবং লক্ষ্য করিত যে, খোদাতায়ালা আমাকে সাহায্য করেন কিংবা আমার সেলসেলা ধ্বংস করেন।

# বিজ্ঞান ও কোরাণ

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার

প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত রহস্য সমূহকে উদ্‌ঘাটন করে, সেই বিবিধ বিষয়কে কাজে লাগানোর নামই বিজ্ঞান, এক কথায় বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান। আর, আরবী 'কাবা' ধাতু হতে কোরাণ শব্দের উৎপত্তি। 'কারা' অর্থ পঠিত, কোরান শব্দের অর্থ পাঠ করা অর্থাৎ উহা অবশ্য পাঠনীয় গ্রন্থ। বিজ্ঞান ও কোরান সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বিজ্ঞান ও কোরান পরস্পর কারো সাথে কারো বিরোধ নেই, বলতে গেলে কোরান বিজ্ঞানের উৎস স্থল। বিজ্ঞান নিজে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। "তোমরা বল কে কি সৃষ্টি করেছে, ইহা তো আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি।" (সূরা লোকমান)

বৈজ্ঞানিকগণ স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য সমূহকে নিয়ে গভীর গবেষণা করতঃ প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বিভিন্ন বস্তুগুলিকে আবিস্কার করেন মাত্র। ইথার, মধ্যাকর্ষণ শক্তি, বিদ্যুৎ তরঙ্গ ইত্যাদি সৃষ্টি জগতের আদিকাল থেকেই বর্তমান ছিল। বৈজ্ঞানিকগণ কঠোর পরিশ্রম করে একনিষ্ঠা চিন্তা গবেষণা দ্বারা এগুলিকে আবিস্কার করে মানুষের কল্যাণে শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে নিয়োজিত করেছেন। বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ নহে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত না করে মানুষ মারার কল হিসাবে ব্যবহার করাই ক্ষতির কারণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একটি সুষ্ঠু নিয়মের মধ্যমে 'অগ্নি' মানুষের বহুবিধ কল্যাণ সাধিত করে কিন্তু কেউ যদি অজ্ঞতা বশতঃ অথবা শত্রুতা-মূলকভাবে কারো গৃহে অগ্নি সংযোগ করে দেয় তবে সে দোষ 'অগ্নির' নহে, মানুষেরি অজ্ঞতার। যে মন দ্বারা বিজ্ঞানকে মানুষের ভাল মন্দ উভয়বিধ ব্যাপারে নিয়োজিত করা যেতে পারে, সেই বৃহত্তর মনকে আদর্শ ভাব ধারায় গড়ে তুলাই কোরানের শিক্ষা। আল কোরানের বহুস্থলে ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোক পাত করা হয়েছে। সৃষ্টি জগতের পানে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তাকালে দেখা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা নিজেই একজন মহান বৈজ্ঞানিক। "মহা বিজ্ঞানময় আল্লাহ তায়ালা হতে এই গ্রন্থের অবতারণা নিশ্চয়ই বিশ্বাসীগণের নিমিত্ত দ্যুলোকে ও ভূলোকে আয়াত সমূহ (নির্দেশনাবলী) রয়েছে।" (সূরা আম্বিয়া) "তিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। (হে দর্শক) তুমি সব প্রদাতার সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না। অনন্তর তুমি চক্ষুকে ফিরায়ে লও কোন ত্রুটি কি দেখতে পেতেছ? অনন্তর তুমি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমার দিকে চক্ষু নিস্তেজ হয়ে ফিরে আসবে এবং তা ক্লান্ত হয়ে থাকবে।" (সূরা মুলক) পৃথিবী থেকে পঁচিশ মাইল উর্দ্ধে একটি স্তর রয়েছে পুনরায় উহার উর্দ্ধে আর একটি স্তর আছে। এই রূপে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, মানুষেরি কল্যাণের নিমিত্ত সপ্ত আকাশ বা সাতটি স্তর সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির আগেই। বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেছেন যে, সূর্য্য মণ্ডল থেকে যে সমস্ত ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকারক রশ্মি পৃথিবীতে পতিত হয়, উক্ত স্তরে এসে তা বাধা

প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এমন একটি স্তর আছে যা ইথারের তরঙ্গ সমূহকে পৃথিবীতে প্রতিফলিত করে। যদি এই স্তর না থাকতো তবে আমরা মধ্যস্ত ব্যতীত উপরের কোন সংবাদ শ্রবণ করতে সক্ষম হইতাম না। বৈজ্ঞানিকগণ আরও প্রমাণ করেছেন যে, সূর্য্যের আলোকের কোন গতি নেই, বরং ইথারই উহাকে চালিত করে। "নিশ্চয়ই আমি নভোমণ্ডলে রাশি চক্রসমূহ নির্মাণ করেছি এবং এবং আমি দর্শক দিকের জন্য উহা সুশোভিত করেছি।" (সূরা হজর) "তাঁর নিকট ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের অন্তর্গত পরমানু পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অপেক্ষা বৃহৎ কোন বিষয়ই লুককায়িত নেই; এবং সমস্তই গ্রন্থ (কোরাণে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।" (সূরা সাবা)

মাত্র দুই শত বৎসর পূর্বে হল্যাণ্ডের মিঃ লুইজেনস নামীয় একজন প্রফেসর ইথার সম্বন্ধে চিন্তা গবেষণার সূত্রপাত করেন, এবং ইহার কিছুকাল পর ডাঃ থামস নামক একজন বৈজ্ঞানিক উহার উপর গবেষণা চালিয়ে আরও অধিক আলোক সম্পাত করেন। আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে ইথার সম্বন্ধে কোরাণ বলেছেঃ—তবে কি তারা তাদের উর্দ্ধে আকাশের দিকে লক্ষ্য করছেন যে, কিরূপে আমি নির্মাণ করেছি এবং ইহা সুশোভিত করেছি, এবং উহাত কোন ফাঁক নাই।" (সূরা কাহাফ)

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধে কোরাণ বলেছেঃ—'আমি কি দুনিয়াকে নিজের দিকে জীবিত ও মৃতগণকে আকর্ষণকারী করে সৃষ্টি করি নাই"? সূরা মুরসালাত) আকাশের গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্র, সূর্য্য পৃথিবী ইত্যাদি আপন আপন কক্ষ পথে থেকে পরিভ্রমণ করার কথা আল্ কোরাণ ঘোষণা করেছেঃ— "তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে। সকলই নিজ নিজ পথে ভেসে বেড়াচ্ছে।" (সূরা আম্বিয়া) বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎ তরঙ্গ আবিস্কার করেছেন কিন্তু উহার স্বরূপ যে কি তা এখনও তারা তাদের ধারণায় আনতে পারে নাই। আখেরী জমানার হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর আবির্ভাবের সময় নির্দেশক আলোক সম্পাত প্রসঙ্গে বর্তমান নভোচারীদের মধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করে চন্দ্রাভিযান সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন:— "এবং যখন আকাশ খোলে যাবে" (সূরা তকবীর) অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীর যাবতীয় কিছু আবিস্কার করে পৃথিবী ছেড়ে মহা শূন্যের স্তর ভেদ করতঃ গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পাড়ি দিবে। দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান কোরাণ কেউ কারো বৈরী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। একের জন্যে অপরের অপূর্ণতা। দুইয়ে মিলে তাদের পূর্ণতা। তাই কোরাণ বলেছেঃ—"বিজ্ঞানই আল্লাহকে ভয় করে থাকে।" (সূরা ফাতের) "যারা দণ্ডায়মান উপবেশন এবং নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে (বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টী কর নাই।" (আল্ এমরান) হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ— যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি সম্বন্ধে এক প্রহর চিন্তা করে, সে ব্যক্তি সারা বছরের এবাদত করে।" সৃষ্টি সমূহের বৈচিত্রময় কার্য্যবলী দর্শন করে "টেনিসন" ভীত বিহ্বল স্বরে বলেছেনঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কি বিচিত্রময় পরিকল্পনার অধিকারী" স্যার ডেভিড ব্রিষ্টর ভাবের আবেগে উন্মত্ত হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেনঃ "হে খোদা! তোমার কার্য্যবলী কতই না বৈচিত্রময়।

★

# মালী কোরবানী

মোহাম্মদ মতিউর রহমান

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

যথাসম্ভব যুগ ইমামের মধু নিঃসৃত বাণী আপনাদের খেদমতে পেশ করলাম এখন আপনারা চিন্তা করুন যে আমাদের উপর কতখানি জিম্মাদারী দেয়া হয়েছে। যদি আমরা আমাদের জিম্মাদারী পুরাপুরিভাবে পালন না করি বা পালন করার জন্য সচেষ্ট ও না হই তবে আল্লাহর দরবারে আমরা মসীহে মাওউদের (আঃ) প্রকৃত শিষ্য বলে পরিচিত হবার সৌভাগ্য পাব কি ?

বর্তমান যুগ এমনই একটা যুগ যে যুগ সম্বন্ধে হযরত আদম (অঃ) হ'তে শুরু করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পর্যন্ত সব নবীগণই বিশেষভাবে বলেছেন। এ যুগের বিপদাবলী মেঘের মত অপেক্ষামান। কিছু আরম্ভ হয়েছে আর সবই সামনে আছে। আল্লাহ্-তায়ালা মসীহ্ মাওউদের (আঃ) সাথে ওয়াদা করেছেন যে, এসব বিপদাবলী থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন যারা তাঁর আত্মিক গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে থাকবে। সুতরাং এটাকি আমাদের সবার কাম্য নয় যে আমরা সবাই তাঁর সত্যিকার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত হই ?

পূর্বেই বলেছি আল্লাহ্র পথে আর্থিক কোরবাণী করলে অর্থ সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। আল্লাহ্-তায়ালা বান্দার কাছে ঋণী থাকেন না। বান্দার দানকে তিনি দশগুণ বা ততোধিক গুণে বরকত মণ্ডিত করে ফিরিয়ে দেন। যখন আল্লাহতায়ালা প্রতিদানের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন 'মাছালুল্লাজীনা ইউন ফেকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহে কামাসালে হায়বাতেন আম্মাতাত সাবরা সানাবীলা ফিকুল্লে সুনবুলাতীম্মীয়াতু হার্ব্বাত, ওয়া আল্লাহ ইউযায়েকু-লেমা-ইয়াশাও ওয়াল্লাহু ওয়াছিউন আলীম।' অর্থাৎ নিজেদের মাল দৌলত আল্লাহর রাহে সে সব লোক খরচ করে তাদের দানের উদাহরণ হাচ্ছে—যেমন একটা শস্য বীজ যা হ'তে উৎপন্ন হল সাতটা শীষ তার প্রত্যেকটা শীষে আছে একশত দানা এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা (এই পুণ্যফল) বহুগুণে বর্দ্ধিত করে দেন। বস্তুত আল্লাহ্ হচ্ছেন দানে বিপুল এবং জ্ঞানে ব্যাপক" ( সুরাহ বাকারা ২৬১ আয়াত )

বস্তুতঃ আল্লাহ তায়লার প্রতিদান এভাবেই তিনি দিয়ে থাকেন। সাহাবায়ে কেরামদের জীবন থেকে এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয়েছে এ যুগেও মসীহ মাউদের (আঃ) যেসব শীষামণ্ডলী তাদের আকার হাতে দু'আনা পয়সা চাঁদা দিয়েছেন তাদের সন্তান সন্ততি আজ আর কেউ গরীব নেই। তারা কেউ আজ কোটি পতি ; লক্ষ পতি আল্লাহর পথে আর্থিক কুরবানীর তাৎপর্য আমাদের পাঞ্জাবী ভাইগণ বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পেরেছেন। তাই তারা প্রাণ খুলে দান করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। আমাদের বাঙ্গালী ভাইদের এখনো তেমন কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কেউ মনে করেন আল্লাহর পথে কোরবানী করলে গরীব হয়ে যাব। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে আমরা কোত্থেকে চাঁদা দেব আমরা তো গরীব। তারা এখনও বুঝতে সক্ষম হননি যে বড় লোক হ'তে হ'লে আল্লাহ্র পথে আর্থিক কোরবাণী ভিন্ন সুষ্ঠ কোন পথ নেই। আমাদের প্রিয় খলিফা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) একবার আমাদের বাঙ্গালী ভাইদের জন্য

জনাব প্রাদেশিক আমীর সাহেবের মারফত এক হেদায়াত পাঠিয়েছিলেন। তাকে তিনি বলেছিলেন "যদি বাঙ্গালী আমদীগণ বড় হতে চায় তারা যেন বেশী বেশী করে চাঁদা দেন নচেৎ তারা গরীবই থাকবেন।" একথা হজরত (আইঃ) সাহেব ৩ বার উচ্চারণ করেছিলেন সুতরাং আজ থেকে আমাদের খলিফার কথার প্রতি বিশেষ ভাবে মনযোগ দেওয়া উচিৎ।

আল্লাহতায়ালার পথে দান করতে হ'বে অকাতরে এবং একমাত্র আল্লাহতায়লার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই। লোক দেখবার জন্য বা মান ইজ্জত বেশী পাবার জন্য দান করলে সে দানে কোন ফল হ'বে না। যে দানে আন্তরিকতা নেই সে দান আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "সিরবান ওয়া আলানিয়াতান" অর্থাৎ দান কর প্রভুর পথে প্রকাশ্যে ও গোপনে। একজনের দান দেখে অপর একজন যেন দান করার জন্যে উদ্বুদ্ধ হয় এজন্যই প্রকাশ্যে দান করতে বলা হয়েছে। আর দান করলে যেন নিজের মনে অহংকার না হয় সেজন্য গোপনে দান করতে বলা হয়েছে। এক কনা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন এক স্তুপ খড়কুটাকে ছাই করে দেয় সে রকম সামন্য একটু রীয়া বা অহংকার পাহাড় সমতুল্য পুন্যকে নষ্ট করে দেয়। হাদীসে আছে দান কর এমনভাবে যেন তোমার ডান হাত দান করলে বাম হাত জানতে না পারে। আল্লাহর পথে সর্বদা হালাল উপার্জিত অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে হবে। আল্লাহতায়ালা হারাম বা নিকৃষ্ট বস্তু থেকে তার রাহে ব্যয় করতে নিষেধ করছেন। কেননা হারাম পয়সা দান করলে দানের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে 'তাকওয়া' সৃষ্টি করা তা পুরোপুরি ভাবে ব্যাহত হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তায়লার পথে কতটুকু ব্যয় করতে হ'বে। নিজের সর্ব্বস্ব দিয়ে নিজে ফকির হয়ে যেতে হ'বে, না নিজের কাছে কিছু রাখতে হ'বে। আল্লাহতায়ালা কখনো পরিমান দিয়ে কোন জিনিষের বিচার করেন না। তিনি দেখেন সর্বদা তাকওয়া বা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন দান যতই ছোট হোক না কেন তা তখনই বিশেষ সমাদর লাভ করবে যখন দাতার সদিচ্ছা এবং হৃদ্যতা তাঁর নিকট প্রকাশ পাবে। আল্লাহ বলেছেন তার পথে রেজেকের কিছু ব্যয় করতে এই "কিছু" সময়ের খলিফা নির্ধারণ করেন। এই কিছু সব হ'তে পারে। অর্ধেক হ'তে পারে বা সামান্যও হ'তে পারে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কেউ কেউ, নিজেদের সবই আঁ হযরত (দঃ) হতে দিয়ে দিয়েছিলেন। প্রয়োজন যত বেশী দানের মাত্রা তত বেশী। সাধরণতঃ এক তৃতিয়াংশ পর্যন্ত দানই উত্তম। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তোমরা তোমাদের হস্ত দ্বয়কে গ্রীবা দেশে সুদৃঢ় রূপে বন্দন করে রেখনা। বা তা সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করে দিও না যাতে পাছে তোমরা লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেয়ে বসে পড়" সুরাহ বাণী ইসরাইলে, ৩০ আয়াত।

আল্লাহতায়লার নামে একটা সুষ্ট নেজাম বা শৃঙ্খলার মাধ্যমে ব্যায় করলেই তা ফলপ্রসূ হয়। বিশৃঙ্খলভাবে দান করলে সে দান ফলদায়ক তো হয়ই না বরং আরও নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে। বর্তমান জগতে "ফি সাবিলিল্লাহের" নামে যে দানের প্রচলন আছে তার নজীর আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেই তা আমাদের পরিস্কার হয়ে যাবে, ১/২ পয়সা করে "ফি সাবিলিল্লাহ" দিয়ে আমার মনে হয় ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন আর দিন বাড়ানই হচ্ছে। এর সমাধানের জন্য কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে অনেক সময় অনেক বলতেও শুনা গেছে। তারা সরকারী প্রচেষ্টায় সবখানে বায়তুল মাল খোলারও জল্পনা কল্পনা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা তাকিয়েও দেখেন না যে আল্লাহ তায়লা যুগ পুরুষ

পাঠিয়ে অনেক আগেই বায়তুল মাল কায়েম করে দিয়েছেন আমাদের সবার উচিৎ এই বায়তুল মালের মাধ্যমে আল্লাহর পথে আর্থিক কুরবানী করা এবং তাহলে 'ফি সাবিলিল্লাহ' আর্থিক কুরবানী সুফল দান করবে আল্লাহর প্রকৃত উদ্দেশ্যও হবে ফলবতী।

আল্লাহতায়লা বর্তমান যুগে "আহমদীয়া বায়তুল মালের" মাধ্যমে আর্থিক কুরবানী বরকত মণ্ডিত করবেন। আল্লাহ তায়ালা যুগ ইমামে মাধ্যমে তাই ওয়াদা দিয়াছেন এখন আমাদের কর্তব্য হবে কি কি ভাবে বায়তুল মালের সাথে সহযোগীতা করা যায় বিভিন্ন ভাবে চাঁদা দিয়ে বায়তুল মালের সহিত সহযোগীতা করা যায়। মোটামুটি ভাবে যেগুলো আহমদী হিসেবে অবশ্য দেয় চাঁদা সে সম্বন্ধে একটু আলোকপাত না করলে আমার মনে হয় আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

১। যাকাৎ—যাকাৎ অর্থ যা শুদ্ধ করে সাধারণত মাল ও দৌলতকে যে শুদ্ধ করে তাকেই যাকাৎ বলা হয়। যাকাৎ ইসলামের ৫ রোকনের এক রোকন। মালে নেছাব যার আছে তার উপর যাকাত ফরজ। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন যে জমাতে লাজেমি চাঁদা সমূহ দিলে যাকাত দিতে হয় না। যাকাত আল্লাহ কতৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্ধারিত দেয় আর্থিক কোরবানী বা খলিফার মাধ্যমে বিশেষ কাজে খরচ করা হয়।

ব্যক্তিগত ভাবে যাকাত যাকে ইচ্ছা তাকে দেওয়া যাবেনা বা চাঁদা দিলে যাকাৎ দিতে হ'বেনা এমন করে সাহেবে নেছাব হওয়া সত্বেও যাকাত না দিলে গুণাহগার হ'তে হবে। যাকাত স্থানীয় আঞ্জুমানের মাধ্যমে বায়তুলমালে জমা করাতে হ'বে। যাকাত যারা রিতিমত এবং শর্ত মোতাবেক দেন তাহাদের মাল ধ্বংস হয়না এমন অনেক নজীর হয়ত আপনাদেরও জানা আছে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাদের উপর যাকাত ফরজ তাদের রিতীমত এবং শর্ত অনুযায়ী যাকাৎ আদায় করার জন্য তৎপর হওয়া দরকার। (২) চাঁদায়ে হিস্যায়ে আমদ ও হিস্যায়ে জায়দাদ এ চাঁদা হজরত মসীহে মাউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে নির্ধারিত চাঁদা যারা ওসিয়ত করেন জীবিত অবস্থায় তাদের আয়ের কমপক্ষে ১/১০ ভাগ অথবা বেশীর পক্ষে ১/৩ ভাগ এবং মৃত্যুর পর তাদের পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উপরি উক্ত হারে মূল্য বা সম্পত্তি মজলিসে করপরদাজ, বেহেস্তি মকবেরা আঞ্জুমানে দাখিল করাতে হয়। যারা পরহেজগারীর সাথে জীবন-যাপন করেন এবং রীতিমত হিস্যায়ে আমদ এবং হিস্যায়ে ফরদাদ আদায় করেন তারা মসীহে মাউদের (আঃ) ওয়াদা অনুযায়ী জান্নাতে দাখিল হবেন। তাদেরকে বেহেস্তি মাকবেরায় দাফন করা হয়। এখানে কারো ভুল না হয় যে কেবল বেহেস্তি মাকবেরার মাটিই কাউকে জান্নাতি করবে।

(৩) চাঁদায়ে আম :—এ চাঁদা প্রত্যেক উপার্জনশীল আহমদী মেয়ে ও পুরুষের উপর অবশ্য দেয় চাঁদা মসিহে মাওউদ (আঃ) কর্তৃক নির্ধারিত। মাসিক আয়ের ১/৪ ভাগ হারে এ চাঁদা দিতে হয়। সমকালীন খলিফার অনুমতি নিয়ে এ চাঁদা কম করেও দেয়া যায়। পূর্বেই বলেছি ক্রমাগত ৩ মাস এ চাঁদা না দিলে আহ্‌মদীর খাতা থেকে আল্লাহ্‌-তায়ালা তার নাম কেটে দেন; বর্তমানে ৬ মাসের অধিক এ চাঁদা না দিলে তাকে বকেয়াদার ধরা হয় এবং সে জামাতের কোন ওহুদাদার বা কর্মকর্তা নির্বাচিত হ'তে পারে না। এ চাঁদা স্থানীয় আঞ্জুমানের মাধ্যমে নাদের সাহেব, বায়তুল মালের কাছে জমা করাতে হয়।

৪। জলসা সালানার চাঁদা :—আপনারা সবাই জানেন যে রাবওয়ায় প্রত্যেক বৎসর আমাদের জামাতের এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করা

হয়। সেখানে প্রতি বৎসর লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়। এ চাঁদার অর্থ দিয়েই সে জলসার ব্যয় ভার বহন করা হয়। এ চাঁদা হজরত মসিহে পাক (আঃ) কতৃক নির্ধারিত হয়েছে, প্রত্যেক উপার্জ্জনশীল আহ্‌মদীকে তার মাসিক আয়ের ১/১০ ভাগ হারে এ চাঁদা স্থানীয় আঞ্জুমানের মাধ্যমে নাদের সাহেব বায়তুল মালের কাছে জমা করাতে হয়। এই চাঁদার বকেয়াদারও জমাতের কোন কর্মকর্তা নির্বাচিত হ'তে পারেন না। উপরিউক্ত প্রত্যেক চাঁদার বৎসর মে থেকে শুরু হয়।

৫। তাহরিকে জাদীদ চাঁদা :—১৯৩৪ সালে যখন অহরারীগণ জমাতে আহ্‌মদীয়াকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে চাইল তখন আমাদের প্রিয় নেতা হজরত খলিফাতুল মসিহ সানী আল মোসলেহ মাওউদ (রাঃ) আল্লাহ্‌র ইংগিতে এ চাঁদার এলান করলেন। বর্তমানে এ চাঁদার তৃতীয় দপ্তর চলেছে। এ চাঁদায় আমাদের প্রত্যেকের সামেল হওয়া কর্তব্য। প্রত্যেক আহ্‌মদী নরনারী যুবক যুবতীকে বৎসরে কমপক্ষে ১০ টাকা করে এবং বেশীর পক্ষে মাসিক আয়ের ১/৮, ১/৪, ১/২ বা পুরো এই অনুমানে চাঁদা জমা করা উচিৎ। এই চাঁদার অর্থ দিয়ে সারা বহিবিশ্বে আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলাম প্রচার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষায় কোরআন শরীফ তরজমা করা হচ্ছে। নানা দেশে মিশন খোলা হচ্ছে, স্কুল, কলেজ এবং হাসপাতাল আরও এরকম অনেক কাজ করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে দিনদিন মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর এলহাম "ম্যায় তেরী তবলীগকে দুনিয়াকে কিনারোতক পোঁচাউঙ্গা" পূর্ণ হ'তে চলেছে। এ চাঁদার ওয়াদা নেওয়া এবং আদায়ের ভার হজরত আকদাস (আইঃ) খোদ্দামুল আহ্‌মদীর উপর ন্যাস্ত করেছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই এই আহাম ও তহরিকে হিস্যা নেয়া দরকার নচেৎ আমরা ক্ষতি-গ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হইব এ চাঁদার বৎসর নবেম্বর থেকে শুরু হয়। এ চাঁদা স্থানীয় আঞ্জুমানের মাধ্যমে তাহ্‌রিকে জাদিদ আঞ্জুমানে জমা দিতে হয়।

(৬) ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পাকিস্তানের মধ্যে তবলীগ করার জন্য এবং আহমদীদের ইস্‌লাহের জন্যে হজরত খলিফাতুল মসীহগানী মুসলেহুল মাউদ (রাঃ) ১৯৫৬ সনে এ চাঁদার এলান করেন। বৎসরে কমপক্ষে ৬ টাকা করে প্রত্যেক আহমদীকে এ চাঁদা দেয়ার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হওয়া উচিত। হজরত সাহেব যখন এ চাঁদা এলান করেন তখন তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে এ তাহরীককে জয়যুক্ত করার জন্যে যদি গায়ের কোর্তাও বিক্রি করতে হয় তবে আমি তা করিতে দ্বিধাবোধ করবেনা। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারেন যে এ চাঁদার গুরুত্ব কতখানি। এ চাঁদার বৎসর জানুয়ারী থেকে শুরু হয়। আমাদের প্রিয় খলিফা সালেস (আঃ) ১৯৬৭ সনে অতিকালুল আহ্‌-মদীয়াকেও বৎসরে কমপক্ষে ৬ টাকা করে এ চাঁদা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সারা দুনিয়া দেখুক যে আহমদী বাচ্চারা পর্যন্ত ইসলামের জন্যে আল্লার পথে আর্থিক কোরবানীর ব্যাপারে পিছনে পড়ে নেই। আমরা যদি কেউ ওয়াদা করে না থাকি তবে আজই আমাদের ওয়াদা করা উচিত এ চাঁদা আদায় করতে তৎপর হওয়া উচিত এ চাঁদা স্থানীয় আঞ্জুমানের মাধ্যমে ওয়াকফে জাদীদ আঞ্জুমানে জমা করা উচিত।

নফল চাঁদার মধ্যে আরও অনেক চাঁদা আছে যেমন ফিতরানা ঈদকান্ত বৈদেশিক মসজিদের চাঁদা প্রাদেশিক জলসার চাঁদা এবং সদর আঞ্জুমান থেকে যেসব চাঁদার এলান করা হয়। প্রত্যেক চাঁদার মধ্যেই আমাদের সামর্থ অনুযায়ী হিস্যা নেয়া দরকার।

( অপর পৃষ্ঠায় দেখুন )

# ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ

খলিফাতুল মসিহ সানি ( রাজিঃ )

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

শাসকদের প্রতি ইসলামের অনুশাসন।

সেইরূপ শাসকবর্গ সম্পর্কে কোরাণ বলিতেছে :—

اذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل والله لا يحب الفساد (بقرة ع ٢٥)

অর্থাৎ "পৃথিবীতে অনেক শাসক ও রাজা এরূপ হন যে তাঁহারা রাষ্ট্রশক্তি লাভের পর অর্থাৎ, খোদা তা'লার সৃষ্ট শক্তিগুলি ব্যবহার ক্রমে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করিলে তাঁহারা প্রজাদের এবং দেশের সেবা করিবার পরিবর্তে, শান্তি কায়েম করার এবং লোকের মনে শান্তি নিরাপত্তা উৎপন্ন করিবার পরিবর্তে ঐরূপ উপায় অবলম্বন করেন যাহার ফলে জাতিগণ জাতিগণের সহিত, সম্প্রদায়গুলি সম্প্রদায়গুলির সহিত এবং এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীর সহিত ঝগড়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয় এবং দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। সেইরূপ তাহারা এমন পন্থা অবলম্বন করেন যে তাহার ফলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংস হয় এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভাগ্য ব্যর্থবিড়ম্বনা ব্যতিত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। হারস্ (حرث) শব্দের অভিধানিক অর্থ "ক্ষেত্র"। কিন্তু এখানে ইহা রূপক এবং অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং বলা হইয়াছে যে দেশের অর্থনৈতিক, দেশের আর্থিক অবস্থা উৎকৃষ্টতর করিবার জন্য বা দেশের সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিবার পরিবর্তে তাঁহারা এমন সব আইন প্রনয়ণ করেন যে তদ্দ্বারা দেশের শিক্ষা সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্য্যস্ত হয় এবং সমৃদ্ধির পথ ব্যাহত হয়। এইরূপে তাঁহারা ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উন্নতির

---

( মালী কোরবানীর অবশিষ্টাংশ )

একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক আর্থিক কুরবানী যেন আমরা জামাতের মাধ্যমে করি।

এছাড়া খোদ্দামুল আহমদীয়া আতফালুল আহমদীয়া লাজনা আমাউল্লাহ এবং আনসার উল্লাহ প্রকৃতি সংঘঠনেরও পৃথক পৃথক চাঁদা আছে। এসব চাঁদারও আমাদের অংশ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। এসব সংঘটনের মাধ্যমেই আমাদের সবার চাঁদা দেওয়ার অভ্যাস করতে হবে। অনেকে হয়ত ভাবেন যে এত প্রকার চাঁদা কিভাবে দেয়া যাবে। ভয়ের কোন কারণ নেই

দেবার ইচ্ছা থাকলে খোদাই তার পথ করে দেন। এগুলো আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রসূত কথা।

পরিশেষে আসুন আমরা সবাই খোদার কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর পথে আর্থিক কুরবানী করার জন্য বেশী বেশী তৌফিক দেন আমরা যেন সর্বদা সাহাবায়ে কেরামদের (রাঃ) মত আমাদের খলিফার আহ্বানে "লাব্বায়েক" বলে সাড়া দিতে পারি। আমিন সুম্মা আমিন।

সোবহান আল্লাহে ওয়া বেহামদী সোবহানাল্লাহেল আজিম। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদেও ওয়া আলে মোহাম্মাদেন। ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রাব্বেল আলামীন।

★

ূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন এবং এরূপ আইন প্রণয়ন করেন যে তাহার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের শক্তি লুপ্ত হয় এবং যে শিক্ষার ফলে তাহারা উন্নতি করিতে পারে, ঐ প্রকার শিক্ষা হইতে তাহারা বঞ্চিত থাকে। তারপর কোরআন বলিতেছে ঃ—

والله لا يحب الفساد

অর্থাৎ, "আল্লাহতালা অশান্তি পছন্দ করেন না।" ইজন্য এই প্রকার রাজা এবং শাসক খোদাতালার ষ্টিতে ক্রোধের পাত্র এবং তিনি তাহাদিগকে ঘৃণা বং অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

এই আয়েত হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, সলামের সেই বাদশাহ-ই প্রকৃত অর্থে বাদশাহ লিয়া অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যিনি প্রকৃতি পুঞ্জের র্বপ্রকার সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করেন, তাহাদের আর্থিক বস্থার উন্নতির সাধন করেন এমন কি স্বাস্থ্যের তি লক্ষ্য রাখিয়া আর অনাবশ্যক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ইতে না দিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করেন এবং না কারণে স্বদেশবাসীর প্রানহানি হইতে দেন না। ক্তকথায় ইসলাম এই কথা বলিতে চায় যে সর্ব্ব কার শান্তি এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব াষ্ট্রের—। এবং দেশের উন্নতি এবং প্রজাগণের ঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে রাষ্ট্র সর্বদা বাধ্য। াসক সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে ন্যায় চার প্রতিষ্ঠার নির্দ্দেশ ঃ—

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى
اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكمو
بالعدل ان الله نعما يعظكم به - ان الله كا
سميعا بصيرا ০
( النسا ع ৮

"হে জনগণ, আল্লাহ্‌তালা তোমাদিগকে আদেশ রিতেছেন যে যখন রাষ্ট্র পরিচালনার আমানত তোমরা াহারো উপর সোপর্দ্দ করিবার সুযোগ পাও, তখন স্মরণ রাখিবে যে এই সকল আমানত তোমরা তাহাদের হস্তে অর্পণ করিবে যাহারা তোমাদের মতে রাজত্ব এবং শাসন করিবার যোগ্য এবং যাহাদের মধ্যে এই যোগ্যতা পাওয়া যায় যে তাহারা শাসন কার্য্য উত্তমরূপে নির্বাহ করিতে পারিবে। তারপর, হে ঐ সকল, ব্যক্তি যাহাদের উপর দেশবাসী রাজত্বের আমাণত সমর্পণ করে, আমরা যেমন দেশবাসীকে আদেশ করিয়াছি যে তাহারা শাসন কার্য্যের জন্য শুধু এমন ব্যক্তিদিগকে নির্বাচন করিবে যাহারা এই আমানত পূর্ণ করিবার যোগ্য যাহারা দেশের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শক এবং যাহারা প্রজাদের জন্য উন্নতির যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করিবার যোগ্য তোমরা যাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য নির্বাচন করা হয়, এবং যাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক দেশবাসী শাসনকার্য্যের আমানত সোপর্দ্দ করে, আমি আদেশ করিতেছি যে "ইজা হাকামতুম বায়নান্ নাসে আন্ তাহ্‌কুমু বিল্ আদ্‌ল।"

و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

"তোমরা যখনই কোন বিচার করিবে ন্যায় পরায়নতার সহিত করিবে, এমন যেন না হয় যে তোমরা কোন ব্যক্তিকে বড়াইয়া দিবে এবং কোন ব্যক্তিকে নীচে করিবে, কোন জাতিকে উচ্চ করিবে এবং কোন জাতিকে নীচু করিবে, কোন জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবে এবং কোন জাতিকে মূর্খ রাখিবে, কাহারও আর্থিক প্রয়োজন পূর্ণ করিবে এবং কাহারও অর্থ বিষয়ক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করিবে না; বরং যখনি তোমরা লোকের অধিকার সম্বন্ধে বিচার করিবে, সর্ব্বদা ন্যায় পরায়নতা এবং সুবিচারের সহিত মীমাংসা করিবে। কোন প্রকার পক্ষ-পতিত্ব করিবে না। তারপর বলিয়াছেন।

ان الله نعما يعظكم به

কোন কোন সময় বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ব্যতিত বা বিশেষ কোন কারণ ব্যতিত রাজন্য বর্গ যেমন

বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের ইচ্ছা এই, সুতরাং এইরূপই করিতে হইবে। আমার এই আদেশ এইরূপ নহে, এই সকল রাজাদের ন্যায় না বুঝিয়া এবং চিন্তা না করিয়াই আমি এই আদেশ করিতেছি না, বরং আমি তোমাদের স্রষ্টা এবং মালিক খোদা আমি তোমাদিগকে যে আদেশ করিতেছি ইহাতেই তোমাদের লাভ এবং তোমাদের সুখ নিহিত রহিয়াছে। যদি তোমরা এমন শাসনকর্তা নিযুক্ত কর যে ভাল হইবে, যে শাসকের কর্তব্যগুলি যথার্থ ভাবে পালন করিবে, যে এই আমানতের কদর ও মূল্য বুঝিবে ইহাতে তোমাদেরই লাভ। হে শাসকগণ! যদি তোমরা লোকের প্রাণ রক্ষা কর, যদি তোমরা তাহাদের ধন রক্ষা কর, যদি তোমরা তোমাদের নিমাংশাগুলিতে সর্বদা ন্যায় পরায়নতার প্রতি লক্ষ্য রাখ, যদি তোমরা ব্যক্তিগণের ও জাতিগণের মধ্যে পার্থক্য না কর, যদি তোমরা ছোট বড় সকলের প্রতি সদব্যবহার কর, যদি তোমরা দেশের সামগ্রিক অবস্থা ঠিক রাখিবার জন্য যত্নবান হও, যদি তোমরা ঐ সকল রাজাদের মত পদাঙ্ক অনুসরণ না কর, যাহারা কাহাকেও উপরে উঠাইয়া দেয়, কাহাকেও নীচে নামাইয়া দেয়, কাহাকেও অন্যায় ভাবে সাজা দেয় এবং কাহারো প্রতি অন্যায় পক্ষ পতিত্ব করে তবে যে তোমরা শুধু আমার আদেশই পালন করিবে তাহা নয়। বরং পরিনামের দিক দিয়াও এই বিষয় তোমাদের জন্য শুভ হইবে।" তারপর আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ—

ان الله كان سميعا بصيرا -

অর্থাৎ—"আল্লাহ্তা'য়ালা শ্রবণকারী এবং দর্শনকারী" আল্লাতা'লা দেখিয়াছেন যে মানুষ দুনিয়ার অত্যাচারী বাদশাহদের পদতলে দলিত হইয়াছে এবং সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। বাদশাহ্গণ তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছেন এবং চরম নিম্নম ভাবে তাহাদের অধিকারগুলো পদলিত করিয়াছেন। এই সকল অবস্থা খোদা দেখিয়াছেন এবং চিরকাল অত্যাচারিত হইতে থাকিবে এবং শাসকগণ তাহাদের স্বেচ্ছাচার করিয়া যাইবেন ইহা তাঁহার আত্মসম্মান জ্ঞান সহ্য করিতে পারে নাই। সুতরাং, তিনি ইচ্ছা করিলেন যে এই ব্যাপারে তিনি স্বয়ং পথ প্রদর্শন করিবেন। যখন অত্যাচার চরমে পৌঁছিল এবং জনগণ চীৎকার করিয়া আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করিল "হে খোদা, আমাদের উপর এমন শাসক মণ্ডলী কর্তৃত্ব করিতেছে, যাহারা আমাদিগকে আমাদের অধিকার দেয় না, তখন খোদা ফয়সলা করিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি তাঁহার শরীয়তে (ধর্ম বিধানে) এই আদেশ অবতীর্ণ করিবেন যে, শাসকেরা সর্বদা নির্বাচনে নিযুক্ত হইবেন, এবং এমন লোক বাছিয়া শাসক নিযুক্ত করিতে হইবে যাহাদের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায় পরায়নতার প্রবৃত্তি আছে এবং যাহারা শাসন করিবার যোগ্য। সেইরূপ শাসকদিগকে খোদা তাঁহার শরীয়তে আদেশ করিলেন, "দেখ, সর্বদা ন্যায় পরায়নতা ও বিচারের সহিত কার্য্য করিবে, দেশের অর্থোন্নতির প্রচেষ্টা করিবে; প্রজাগণের ধন প্রাণ রক্ষা করিবে; সম্প্রদায় এবং জনগণের মধ্যে তারতম্য করিবে না। এমন কোন ব্যবস্থা করিবে না—যাহা দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়, বা ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের ধ্বংস সাধন করে। বরং সর্বদা এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে এবং আইন প্রণয়ন করিবে যাহা দেশের উন্নতির কারণ হয়।

(ক্রমশঃ)

★

# জুমআর খোতবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) জামাতের আর্থিক বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে, সুতরাং এদিকে জামাতের ত্বরিত এ পূর্ণ দৃষ্টি দান করা আবশ্যক।

আমাদিগকে সর্বদা সতর্ক এবং প্রস্তুতি লইয়া নিজ ওয়াদা পুরণ করিতে হইবে এবং বাজেট অনুযায়ী আর্থিক জেহাদে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। অপরাপর কোরবানির সহিত আমাদের অর্থকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করিতে হইবে।

২৭শেঃ তবলীগ ১৩৪৯ হিঃশঃ (২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০) মসজিদ মোবারক রাবওয়াতে প্রদত্ত।

সুরা ফাতেহা তেলওয়াতের পর হুজুর ফরমাইয়াছেন, আমার স্বাস্থ্য যদিও পূর্ব হইতে কিছুটা আরোগ্যের দিকে তথাপি শরীর খারাপ যাইতেছে। দুর্বলতা এখনও যায় নাই। বন্ধুগণ দোওয়া করিবেন আল্লাহ যেন ত্বরিত এবং পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করেন, যাহাতে সম্পূর্ণ মনযোগের সহিত কাজ করা যাইতে পারে। আমি এখন বলিতে চাই যে,

জামাতের আর্থিক বৎসর শেষ হইতে চলিল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে। সেইজন্য জামাত সমূহকে ত্বরিত ও পূর্ণ মনযোগ দিতে হইবে যাহাতে জামাতের পরামর্শ মতে চলিত—বৎসরের জন্য শুরায় অনুমদিত বাজেট অনুযায়ী আয়-ব্যয় হইতে পারে। আমরা আল্লার ফজলেই তাহার পথে ব্যয় করিবার তৌফিক লাভ করিয়া থাকি। আল্লাহতায়ালার তৌফিক দ্বারা আমরা আর্থিক জেহাদে যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকি তাহাতে আমাদের স্বার্থগত উদ্দেশ্য কিছুই থাকে না। শুধু এইজন্যই আল্লাহতায়ালার সমীপে আমাদের সম্পদের এক অংশ কর্তন করিয়া দিয়া থাকি, যাহাতে তাহার তৌহিদ পৃথিবীতে কায়েম হইতে পারে। নবী করিম (সাঃ) এর মহব্বত অন্তরে সংস্থাপিত হইতে পারে এবং জগৎবাসী তাহাদের এই মহান হিতৈষীর পরিচয় লাভ করিতে পারে। আজ এই দায়ীত্ব একমাত্র আহমদীয়া জামাতের উপর ন্যাস্ত হইয়াছে এবং ইহার সাক্ষ্য জগৎ বহন করিতেছে।

সুতরাং এই গুরু দায়ীত্বকে উপলব্ধি করতঃ হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রতিশ্রুত মহান সু-সংবাদ ও কল্যাণ সমূহের উত্তরাধীকারী হওয়ার নিমিত্ত আমাদিগকে প্রতি মুহুর্ত্ত সতর্ক ও সজাগ থাকিয়া নিয়মিতভাবে নিজেদের ওয়াদা পূরণ করা কর্তব্য এবং নিজ বাজেট অনুপাতে আর্থিক জেহাদের সুফল লাভের যোগতা অর্জন করা দরকার। যেখানে নিজেদের সময় সম্মান, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহতায়ালার সমীপে নিবেদিত করিয়া থাকি সেখানে আমাদের ইহাও অবশ্য কর্তব্য যে, নিজেদের সম্পদকেও যেন আমরা তাহার রাস্তায় ব্যায় করি। খোদা করুন, আমাদের এই উৎসর্গ যেন তাহার নিকট গৃহীত হয় এবং তাহার নির্দ্ধারিত পুরস্কারের আমরা ওয়ারিশ প্রতিপন্ন এবং তাহার ভালবাসা লাভ করি।

ত্রুটি লিখন বিভাগের জনাব ইউসুফ সলিম সাহেব এম, এ কর্তৃক সংকলিত।

অনুবাদক :—*চৌধুরী সাহাবুদ্দিন আহমদ*

★

# সংবাদ

## আহমদ নগর জলসা

গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ আহমদ নগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা আল্লার ফজলে সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন হয়। জনাব কাজী মোহাম্মদ নাজির সাহেব, নাজের এসলাহ ও এরশাদ এবং মোঃ সুলতান মুহম্মদ আনোয়ার সাহেব মুরব্বী সিলসেলা, প্রাদেশিক আমীর মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় বস্তুর উপর গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দান করেন।

## কাফুরা (নাটোর) জলসা

গত ১৬ ও ১৭ই মার্চ কাফুরা, নাটোর ও মাহ্মুদ নগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা আল্লার ফজলে সর্বাঙ্গীনভাবে কামিয়াবীর সহিত সুসম্পন্ন হয়। সদর মুরুব্বী সেলসেলা মৌঃ আহম্মদ ছাদেক মাহমুদ ও সদর মোয়াল্লেম মৌঃ আবু তাহের সাহেব জলসায় যোগদান করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। আল্লার অপার অনুগ্রহে দুইজন ভ্রাতা বয়েত করিয়া আহমদী জমাতে দাখিল হন।

## তারুয়া জলসা

গত ১৯শে ও ২০শে মার্চ তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা আল্লার ফজলে সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন হয়। জনাব কাজী মোহাম্মদ নাজির সাহেব নাজের এসলাহ ও এরশাদ প্রাদেশিক আমীর মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, মৌঃ সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব মুরুব্বী সিলসেলা, মৌঃ আহম্মদ ছাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী সেলসেলা এবং মৌঃ ফারুক আহম্মদ, সদর মুরুব্বী সেলসেলা, চৌধুরী আহম্মদ তৌফিক সাহেব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। আল্লার করুণায় দুইজন ভ্রাতা বয়েত করিয়া আহ্মদী জমাতে দাখিল হন।

## চট্টগ্রাম জলসা

গত ২১শে ও ২২শে মার্চ চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সুবিস্তৃত মসজিদ প্রাঙ্গনে বার্ষিক জলসা আল্লাহতায়ালার অপার মহিমায় সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় জনাব কাজী মোহাম্মদ নাজির সাহেব, নাজের এসলাহ ও এরশাদ, প্রাদেশিক আমীর মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, মৌঃ সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব এবং সদর মুরুব্বী আহম্মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরুব্বী সিলসেলা রাজা নাজির আহম্মদ সাহেব প্রমুখ বক্তাগণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়বস্তুর উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। আল্লার অপার অনুগ্রহে ১৩ জন ভ্রাতা বয়েত করিয়া আহমদী জমাতে দাখিল হন।

★

# ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ● The Holy Quran. with English Translation | | Rs. 20·00 |
| ● Our Teachings— | Hazrat Ahmed (P.) | Rs. 0·62 |
| ● The Teachings of Islam | ,, | Rs. 2·00 |
| ● Psalms of Ahmed | ,, | Rs. 10·00 |
| ● What is Ahmadiyat ? | Hazrat Mosleh Maood (R) | Rs. 1·00 |
| ● Ahmadiya Movement | ,, | Rs. 1·75 |
| ● The Introduction to the Study of the Holy Quran | ,, | Rs. 8·00 |
| ● The Ahmadiyat or true Islam | ,, | Rs. 8·00 |
| ● Invitation to Ahmadiyat | ,, | Rs. 8·00 |
| ● The life of Muhammad ( P. B. ) | ,, | Rs. 8·00 |
| ● The truth about the split | ,, | Rs. 3·00 |
| ● The economic structure of Islamic Society | ,, | Rs. 2·50 |
| ● কিসতিয়ে নূহ ঃ | হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ( আঃ ) | Rs. 1·25 |
| ● Islam and Communism | Hazrat Mosleh Maood (R) | Rs. 0·62 |
| ● আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ঃ | মৌলবী মোহাম্মাদ | Rs. 1·00 |
| ● The Preaching of Islam. | Mirza Mubarak Ahmed | Rs. 0·50 |
| ● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ | মীর্যা তাহের আহ্‌মদ | Rs. 2·00 |
| ● তফসীরে সাগীর ঃ | মির্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ | Rs. 23·75 |
| ● ইসলামেই নবুয়াত : | মৌলবী মোহাম্মাদ | Rs. 0·50 |
| ● ওফাতে ঈসা ঃ | ,, | Rs. 0·50 |
| ● Karachi Majlish Khuddamul Ahmadiyya Souvenir | | Rs. 3·00 |

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.*